EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনার বক্তব্য

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মূল শ্রম মান ও বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬
স্বাক্ষর অনুষ্ঠান
বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারক সংগঠন
বাংলাদেশ চিংড়ি এবং মৎস্য ফাউন্ডেশন
ইন্টারন্যাশনাল লেবার সলিডারিটি আমেরিকান সেন্টার
ঢাকা
২৪শে মার্চ, ২০১৩

উজ্জল বিকাশ দত্ত, মৎস্য ও গবাদি পশু মন্ত্রণালয়ের সচিব

মাহবুব অহমেদ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব

মিকাইল শিপার, শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব

শহিদুল হক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব

আলোন্সেজা সুসোন, কান্ট্রি প্রোগ্রাম পরিচালক, সলিডারিটি সেন্টার

মো. আমিনউল্লাহ, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারক সংগঠন

সৈয়দ মাহমুদুল হক, সভাপতি বাংলাদেশ চিংড়ি এবং মৎস্য ফাউন্ডেশন

সহকর্মী ও বন্ধুরা

আস্ সালাম ওয়ালাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন

আমি এই কক্ষে সবচেয়ে সুখি মানুষ।

গত মে মাসে খুলনা সফরের সময় আমি চিংড়ি প্রক্রিয়া কারখানা, চিংড়ি খামার ও বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারক সংগঠন এর সাথে এক নৈশভোজে বিশ্বের বৃহৎ ও চমৎকার চিংড়ি খেয়েছি।

নৈশভোজটি এই অবিশ্বাস্ব খাদ্য ছাড়াও আন্য কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারক সংগঠন এর নেতৃবৃন্দ আমাকে তাদের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য উপস্থাপন করেন যেখানে হিমায়িত খাদ্য রপ্তানি এক বছরে ৬০ কোটি ডলার থেকে ১৫০ কোটি ডলারে উন্নীত হবে।

.. এবং আমি তাদেরকে আমার স্বপ্ন বাংলাদেশের পরবর্তী এশিয়ার বাঘের কথা বলি এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে হিমায়িত খাদ্য শিল্পের অন্যতম ভূমিকা আছে। আমি শেষ চিংড়িটি ঘলায় পুরেই বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারক সংগঠনকে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম এবং আমি উক্তি করেছিলাম "বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারক সংগঠন বাংলাদেশের চিংড়িকে ব্র্যান্ড করবে একটি সন্তোষজনক শ্রম বাণিজ্য হিসেবে, যার অর্থ শিশু শ্রম মুক্ত, কম চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক, ভালো নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সুষ্ঠু কর্ম পরিবেশ, ন্যাজ্য মজুরি, এবং শ্রমিকদের সংগঠনের অধিকারের স্বীকৃতি।

আমি চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলাম যে চিংড়ি শিল্প আন্তর্জাতিক হাইজিন মানদন্ডের যে চাহিদ তা পূরণ করতে পারবে কিনা যাতে করে বাংলাদেশের হিমায়িত খাদ্য যুক্তরাষ্টের বাজার পূণরায় প্রবেশ করতে পারে।

আমরা যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানী ২৫ শতাংশ থেকে প্রায় ৪ শতাংশে কমে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি এবং পরবর্তীতে দেখেছি যে, অবিক্রীত পণ্যে গোডাউনগুলো উপচে পড়ায় বাংলাদেশী হিমায়িত খাদ্য রপ্তানী সমর্থন যুগিয়েছে।

আজ আমরা দেখছি যে, এই শিল্প ঐ সকল চ্যালেঞ্জ এবং গত মে মাসের আলোচনা ও বিনিময়ের প্রতি যে সাড়া দিয়েছে তা অত্যন্ত উৎসাহজনক এবং সম্ভাবনাময়। আর এই সমঝোতা চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন মালিক ও কর্মচারী উভয়কেই লাভবান করবে কেননা বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশ তার হিমায়িত সামুদ্রিক খাদ্যের

অংশ বাড়িয়েছে। এই সামুদ্রিক খাদ্য শ্রমিকেরা তাদের সততা, সম্মান এবং বর্ধিত উৎপাদনশীলতা দিয়ে উৎপাদন করে থাকে।

আজ এই ঐতিহাসিক সমঝোতা চুক্তির মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ শ্রমের বিষয়টি কার্যকরভাবে সম্পাদন করতে তার পরিস্কার অভিপ্রায় দিয়েছে যার দীর্ঘ সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং আমি বিশ্বাস করি চুক্তিটি হাইজিনের চ্যালেঞ্জগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে এই শিল্পকে উৎসাহিত করবে যা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশী হিমায়িত খাদ্য রপ্তানীর জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রবেশকে অসম্ভব করে তুলেছে।

আমি এই সমঝোতা চুক্তির সমাপ্তিতে সকল পক্ষকে তাদের সাফলতার জন্য প্রশংসা করি। আমি জানি এই স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের পথ অনেক দীর্ঘ এবং কষ্টসাধ্য, তবে মজুরি প্রদান করার সফলতার প্রতি আপনাদের ধৈর্য্য, সদিচ্ছা এবং প্রত্যয় আছে; যেকারণে আমরা এই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্যই আজ এখানে একত্রিত হয়েছি।

অবশ্যই অনেক চ্যালেঞ্জই সামনে রয়েছে। ব্যবস্থাপনা এবং শ্রম এই চুক্তির স্পিরিটে এবং ন্যায্যতা, সহযোগীতা, সমস্যা সমাধানের স্পিরিটে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন হবে। এই সমঝোতা চুক্তিতে প্রদত্ব বিকল্প বিতর্ক প্রস্তাবের কৌশল অবসম্ভাবী সমস্যা সমতা এবং কার্যকরভাবে সমাধান করার প্রতি অঙ্গীকারের এক ইতিবাচক ইঙ্গিত। আমি বিকল্প বিতর্ক প্রস্তাবের কৌশলের প্রশংসা করি; এর সফল বাস্তবায়ন অন্য শিল্পের মডেল হিসেবে কাজ করবে।

আমি এই চুক্তি সহজতর করায় মৎস্য ও পশু সম্পদ, বাণিজ্য এবং শ্রম মন্ত্রণালয়ের গভীর সমর্থনের প্রশংসা করি। এই সমর্থন ব্যাতিরেখে আমরা কেউই আজ এখানে আসতে পারতামনা। আমি এই সমঝোতা চুক্তিকে বাস্তবতা প্রদান করতে ব্যাক্তিগত সম্পৃক্ততার জন্য স্ব-স্ব সচিবদের বিশেষ ধন্যবাদ জানাই।

এই চুক্তির সময় আর ভাল হতে পারতো না। আমি নিশ্চিত যে আমার ভাল সহকর্মী এবং পররাষ্ট্র সচিব সহিদুল হক আমার সাথে এই প্রশান্তি ভাগাভাগি করেছেন যে এই সমঝোতা চুক্তি চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে জেনারেলাইজড সিস্টেম অব প্রিফারেন্সেস (জিএসপি) এর আওতায় বাংলাদেশ তার বাণিজ্য সুবিধার টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে ওয়াশিংটনে শুনানীর আগেই সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আজকের এই সমঝোতা চুক্তি শ্রমিকদের অধিকার এবং কর্মস্থানের নিরাপত্তার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশ সরকার, ব্যবসা সেক্টর এবং শ্রমিকদের বিষয় সমাধানকেই তুলে ধরে। এই সমঝোতা চুক্তি তৈরি পোষাক এবং চিংড়ী শিল্পে শ্রম অধিকার এবং কর্ম পরিবেশ সম্পর্কিত জিএসপি আবেদনে উথ্যাপিত উদ্বেগে বাংলাদেশের সাড়ার প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ।

আমি গর্বিত যে, আজকে আমরা যে সমঝোতা চুক্তি পালন করছি তা বাস্তবতায় পরিনত করতে যুক্তরাষ্ট্রও এক মূখ্য ভুমিকা পালন করেছে। সমঝোতা বৃদ্ধি এবং শ্রমিক, মালিক, ব্যবস্থাপক এবং কনট্রাক্টর কর্তৃক বাংলাদেশী শ্রম আইন মেনে নেয়ার লক্ষ্যে ইউএসএআইডি কয়েক বছর পূর্ব থেকে চিংড়ি প্রকৃয়াকরণ খামারের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সংহতি কেন্দ্রকেও সহায়তা করেছে যা আজকের সমঝোতা চুক্তি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোচনায় আনতে মৎস অধিদফতরের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র চিংড়িকে দূষণমুক্ত রাখতে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কৃষকদের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের ভাল কাজের সহায়তাও করে থাকি। এই প্রতিষ্ঠানটি চাষের চিংড়ির জীবানু-নাশক দূষনের সকল উৎস সনাক্ত করতে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

সবশেষে যুক্তরাষ্ট্র এই সমঝোতা চুক্তিতে প্রতিফলিতব্য কতিপয় প্রধান কর্মকান্ডে অর্থায়নে সহায়তা করতে অর্থ সম্পদের প্রাপ্যতা সৃষ্টিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করেছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এই সমঝোতা চুক্তিতে সম্পূরক কাজ করেছে। এ সকল সম্পদের পূর্ণ কর্মসূচি আগামী সপ্তাহগুলোতে দেখা যাবে।

আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের সবাই .. বাংলাদেশ সরকার, চিংড়ি খামারের মালিক এবং ব্যবস্থাপক, কর্মী, কৃষক, গবেষক, এবং যুক্তরাষ্ট্রের মত বাংলাদেশের বাহিরের বন্ধুরা ... আমরা সবাই একত্রে কাজ করছি, বাংলাদেশকে বৈশ্বিক হিমায়িত খাদ্যের বাজারে তার অংশকে পূনরুদ্ধার এবং সম্প্রসারণ করতে সহায়তা করতে পারে, এভাবে বছরে ১৫০ কোটি মার্কিন ডলার হিমায়িত খাদ্য রপ্তানীর প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে। আর এভাবেই পরবর্তী এশিয়ার বাঘ তথা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বাস্তবতা হিসেবে বাংলাদেশের প্রত্যাশা তৈরিতে হিমায়িত খাদ্য খাতে বড় ধরনের ভুমিকা রাখতে পারে।

আমি প্রারম্ভে বলেছিলাম যে, আমিই এই কক্ষের সবচেয়ে সুখী মানুষ; আমি মনে করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কেন আমি বলেছিলাম।

আপনাদের ধন্যবাদ।

==========

বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত